কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

অনিরাপদ রাজধানীর বেশির ভাগ ছাত্রী হোস্টেল

তোফাজ্জল হোসেন রুবেল ▶

শুক্রবার রাত পৌনে ৮টা। রাজধানীর পশ্চিম তেজতুরী বাজারের ৬০ নম্বর বাড়িতে থাকা 'নিবেদিকা ছাত্রী হোস্টেলে' প্রতিদিনের মতো নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত মেয়েরা। হঠাৎ অস্ত্রধারী দুই যুবক ভবনটির তৃতীয় তলার রুমে ঢুকে ছাত্রীদের জিম্মি করে ফেলে। এরপর তাঁদের গলায় থাকা সোনার চেইন, কানের দুল আর মোবাইল ফোনসেট কেড়ে নেয় তারা। কারো কারো সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করে। এ সময় মেয়েদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসা শুরু করলে ৩০ মিনিট পর দুর্বৃত্তরা বেরিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ভুক্তভোগী মেয়েদের কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা ডায়েরিভুক্ত করে চলে যায়।

প্রায় ছয় মাস আগে গত বছরের ২ জুলাইয়ে ওই একই হোস্টেলে গভীর রাতে ২০-২৫ যুবক হামলা চালায়। ওই হামলা মালিকের নেতৃত্বেই হয়েছিল বলে দাবি করেন মেয়েরা। এরপর কয়েক মাস আগে নিবেদিকা হোস্টেলের, গ্রিন রোডের ভবনেও মেয়েদের লাঞ্ছিত করে বখাটেরা।

ওই দিনের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) বিপ্লব কুমার সরকার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাতে অস্ত্রধারী দুই যুবক হোস্টেলটিতে প্রবেশ করে সোনার চেইন, কানের দুল ও চারটি মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নেয়। এ সময় তারা হোস্টেল মালিকের নাম ধরে গালাগাল করে। ধারণা করা হচ্ছে, স্থানীয় কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান চলছে।' তিনি বলেন, 'ছাত্রী হোস্টেলগুলোতে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনার পর আমরা নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছি।'

হোস্টেলের ছাত্রীরা জানান, তাঁরা কোনো বিষয়ে মুখ খুললে হোস্টেল মালিকরা স্থানীয় সন্ত্রাসী দিয়ে হুমকি দেন। তাই নীরবে তাঁদের সব ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। জানা যায়, অগ্রিমের নাম করে প্রথমেই বেশি টাকা নেওয়া হয়, যাতে তাঁরা থাকতে বাধ্য হন।

ছাত্রীদের এ ধরনের অভিযোগ সঠিক মন্তব্য করে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট এলিনা খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কয়েকটি হোস্টেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তাঁদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হয়। আবার প্রতিবাদ করলে মালিকরা ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করেন।'

গত ২ জুলাই নিবেদিকা হোস্টেলে সন্ত্রাসীদের হামলা প্রসঙ্গে ছাত্রীরা বলেন, হোস্টেলের ভাড়া, খাবারের মান এবং আরো কিছু বিষয় নিয়ে যখন তাঁরা আন্দোলন করছিলেন, তখন হোস্টেলের মালিক ভাড়াটে সন্ত্রাসী পাঠান।

নিবেদিকার এক মেয়ে অভিযোগ করেন, রান্নাঘরে রাখা সবজিতে তেলাপোকা পাওয়া যায় প্রায়ই। কয়েক বছর

হামলা, প্রতারণা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার শিকার মেয়েরা

ধরে পানির ফিল্টার পরিষ্কার না করায় ময়লা থাকে সব সময়। দুর্গন্ধে বাথরুমে প্রবেশ করা যায় না। সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে হচ্ছে তাঁদের।

লালমাটিয়ার বি-ব্লকের ৭/৫ নম্বর বাসায় অবস্থিত নিবেদিকার আরেকটি শাখার নিচতলায় বসবাস করে ভিন্ন একটি পরিবার। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, কোনো রকম নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। মূল ফটক থাকে সব সময় খোলা।

এসব অভিযোগের ব্যাপারে নিবেদিকা হোস্টেলের মালিক মোস্তাফিজুর রহমান কথা বলতে অপারগতা জানান। তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন করলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তা বন্ধ করে দেন।

ফার্মগেট এলাকার ১৮/১ পূর্ব রাজাবাজারের 'নিউ বৈশাখী হোস্টেল' গিয়ে কথা হয় মালিক কামরুজ্জামানের সঙ্গে। ব্যবসার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি সামনে এগিয়ে দেন ট্রেড লাইসেন্স। কিন্তু গত বছরের ৪ জানুয়ারির এ ট্রেড লাইসেন্সে প্রতিষ্ঠানের নাম হলো 'নিউ বৈশাখী' আর ব্যবসার ধরন 'কনসালটান্সি'। কাগজপত্রে হোস্টেল নেই কেন-জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তাই হোস্টেল করতে হলে অনেক পারমিশন (অনুমোদন) লাগে। আবার এগুলো সরকারের বিভিন্ন সংস্থা থেকে তদন্ত করে। তাই কৌশলে এ ব্যবসা করতে হচ্ছে।'

ফার্মগেট তেজতুরীপাড়ায় অবস্থিত 'স্বর্ণলতা নিবাস' নামের ছাত্রী হোস্টেল চালু করা হয়েছে এক বছর আগে। একটি বহুতল ভবনের পঞ্চম তলায় এ হোস্টেল। অন্য তলাগুলোতে অফিস ও আবাসিক ফ্ল্যাট। দেখা গেল পুরো ভবনের কাজ এখনো শেষ হয়নি। নেই নিরাপত্তা গেট। কয়েকজন যুবক নিচে বসে আড্ডা দেয় সব সময়।

১০৪/৫ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁওয়ে একটি আবাসিক ভবনে আতিকুর রহমান নামের এক যুবক 'রোজা ছাত্রী হোস্টেল' চালাচ্ছেন। তিনি জানান, একেকটি রুমে চারজন করে থাকেন। সাধারণ এ রুমের একজনকে দিতে হয় পাঁচ হাজার টাকা। আর ভিআইপি রুমের জন্য দিতে হয় ছয় হাজার ৫০০ টাকা। অন্য হোস্টেলগুলোর মতো এখানেও কোনো নিরাপত্তাকর্মী নেই।

মিরপুরে রয়েছে ঠিকানা হোস্টেল, আক্তারুন্নেসা হোস্টেল, স্টার লাইফসহ একাধিক ছাত্রী হোস্টেল। ২ নম্বর সেকশনের ডুইপ আবাসিক এলাকার ৫ নম্বর রোডের ২/৫ এবং ৯ নম্বর বাড়ি নিয়ে স্টার লাইফ ছাত্রীনিবাস। এটি পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বিজনেস টেকনোলজি (বিইউবিটি) এবং ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। ছাত্রীদের অভিযোগ, তিনটি আলাদা ভবনের ডাইনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে শুধু ৫ নম্বর ভবনটিতে। ৪৬/৪/২ ঝিগাতলায় 'নওরিন' ছাত্রীনিবাসে গিয়ে দেখা গেল, একটি পঞ্চম তলা ভবনের ওপরের চার তলা নিয়ে গড়ে উঠেছে হোস্টেলটি। নিচতলায় রয়েছে একটি বিউটি পার্লার। সেখানকার মূল গেটে কোনো নিরাপত্তাকর্মী নেই। ফলে বাইরের কারো প্রবেশে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। প্রায়ই হোস্টেলে থাকা মেয়েদের মোবাইল ফোনসেটসহ বিভিন্ন জিনিস খোয়া যাচ্ছে।

লালমাটিয়া মহিলা কলেজের আশপাশে রয়েছে সুলতানা হোস্টেল, অপেক্ষা হোস্টেল, অন্বেষা হোস্টেল, ভিআইপি হোস্টেল, ফাতেমা গার্লস হোস্টেলসহ বেশ কয়েকটি ছাত্রী হোস্টেল। এগুলোর বেশির ভাগেরই নেই নিরাপত্তাব্যবস্থা।